পৃথিবী যখন
রণোন্মাদ তখন ভারতে
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে স্বাধীনতা
সংগ্রামের বাণী ধ্বনিত
হয়ে উঠল ...
'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'
জাগ্রত ভারত
ছায়া দিলো বাণী
লিমিটেডের নিবেদন
প্রাইমা ফিল্মস রিলিজ

— ছায়া দিলো বাণী লিমিটেডের চিত্রার্ঘ্য —

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিবেদন

জাগ্রত ভারত

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—**পুষ্পিতানাথ চট্টোপাধ্যায়**

সুরশিল্পী—**নরেশ ভট্টাচার্য্য** (বোম্বে)

কর্ম্মীসঙ্ঘ

চিত্রশিল্পী—সন্তোষ গুহ রায়
শব্দযন্ত্রী—জে, ডি ইরাণী
সম্পাদক—বিশ্বনাথ নায়ক, নিকুঞ্জ ভট্টাঃ
শিল্প উপদেষ্টা—মোহিনী চৌধুরী
রসায়নাগারিক—ধীরেন দাসগুপ্ত
কলা নির্দেশ—বিজয় বসু
ব্যবস্থাপনা—লালমোহন রায়

রূপসজ্জা—রামু, শৈলেন গাঙ্গুলী
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপক—প্রমোদ সরকার
স্থিরচিত্র—ষ্টীল ফটো সার্ভিস
গীত রচনা—কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, মোহিনী চৌধুরী, বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী
আলোক সম্পাতে—মাখন চৌধুরী, রামপ্রসাদ, কেষ্ট, মদন

সহকারীগণ

কাহিনী ও চিত্রনাট্যে—শান্তিদেবী বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা—সমীর ঘোষ ও সতু সিং
চিত্রশিল্পে—হরেন বসু
শব্দযন্ত্রে—সন্তু বোস
সম্পাদনায়—ললিত, গোবিন্দ

রসায়নাগার—শম্ভু সাহা, ননী চ্যাটার্জ্জী সামান্ত রায়, অমূল্য দাস
সঙ্গীত—কমল মিত্র
কলা নির্দেশ—খোকাবাবু
আবহ সঙ্গীত—এইডম্যান পরিচালিত এইচ, এম, ভি অর্কেষ্ট্রা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—**দৈনিক বসুমতী, ষ্টার আয়রণ ওয়ার্কস**

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিমিটেডে রিব্‌স শব্দযন্ত্রে গৃহীত

ভূমিকায়

শিখারাণী বাগ, মাষ্টার গিরু, সুপ্রভা, দীপ্তি, অমিতা, স্বপ্না, সমর, কমল, ফণী, মনোরঞ্জন, জীবেন, শ্যাম লাহা, সুধীর মুখার্জ্জী, দীনেশ, অশোক, শুভী ঘোষ, কিষণ শর্ম্মা, বাণীবাবু প্রভৃতি

একমাত্র পরিবেশক

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

রূপবাণী বিল্ডিংস্—৭৬।৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

PRONABESH MAITI
27 D, ...

কাহিনী

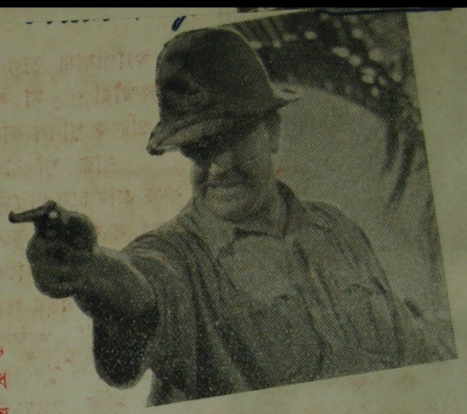

১৯৩০ সাল। বিক্ষুব্ধ সন্ত্রাসবাদের ধুমায়িত অসন্তোষ তথনো বাংলা বুকে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি ক'রে চলেছে। খুদীরামের ফাঁসী হ'য়ে গ্যাছে, হয়ে গ্যাছে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, আন্তর্প্রাদেশিক ষড়যন্ত্রের অপরাধে কর্ম্মীরা হয়েছেন বন্দী……শান্ত বাংলার জনগণের মনে ইংরেজ বিদ্বেষ পুঞ্জিভূত ; মেদিনীপুর অঞ্চলের একটি মফঃস্বল সহর……পরপর তিনটি ম্যাজিষ্ট্রেট খুন হয়ে গ্যাছে, সারা সহরে চলেছে সান্ধ্য আইন। S. N. Dey. 12,000

চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের পর মুক্তি পেয়ে আন্দামান থেকে ফিরে
এলেন ক্ষ্যাপামামা। একহাতে আগুন ছুঁয়ে শপথ গ্রহণ করল অনিরুদ্ধ,
অন্যহাতে ক্ষ্যাপামামা তুলে দিলেন পিস্তল…… গুপ্ত সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত
হ'ল অনিরুদ্ধ। সভা, সমিতি, শোভাযাত্রা, পিকেটিং ইত্যাদিতে সক্রিয় ভাবে
অংশ গ্রহণ করল সে। ক্ষ্যাপামামার নির্দেশমত ফুলের সাজিতে অস্ত্রশস্ত্র
আনতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল অনিমা হৈমবতীর কাছে। ক্ষ্যাপামামার ব্যক্তিত্ব
মাতৃস্নেহকে পরাভূত করল ……সমিতির কর্ম্মধারাকে সমর্থন করলেন হৈমবতী।
জমিদার শিবপ্রসাদের একমাত্র কন্যা বনানীর হৃদয়ের আবেদনকে উপেক্ষা
করল অনি, প্রেমের মধ্যে অঙ্কুরিত হল বনানীর প্রতিহিংসার বীজ—ষ্টেটের
ছোকরা উকীল নন্দলালের বিশেষ আগ্রহ অনিকে জব্দ
করায়……বনানী সম্বন্ধে নন্দলাল গোপন আশা পোষণ
করে। জয়প্রকাশ বিব্রত হয়ে ওঠেন ছেলের রাজনৈতিক
কর্ম্মধারায়। Rupabani-7 5/50

সমস্ত প্রদেশে চলেছে গুপ্ত আন্দোলনের জোয়ার। যতীনের উপর ভার পড়লো কলকাতা গিয়ে পুলিশ কমিশনারকে গুলী করার। আর অনির ওপর টাকা জোগাড়ের। চুরি, ডাকাতী, নরহত্যা সব কিছুর মূলে যদি থাকে ভারতের স্বাধীনতা তবে কথনই তা পাপ বা অন্যায় নয়—হৈমবতী এবং ক্ষ্যাপামামার তাই মত। ডাকাতী হ'ল, পিস্তল এল বিদেশ হ'তে

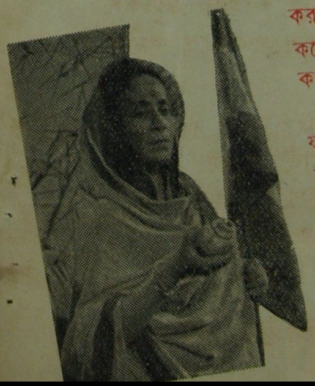

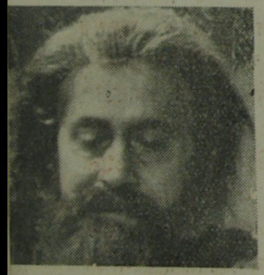

··· ক্ষ্যাপামামা তুলে দিলেন হাতে হাতে। আন্দো[illegible]ণর জন্য রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ল অনি ও তার সহকর্মীরা··· ·মা সকলকে দিলেন আশীর্ব্বাদ, দিলেন হাতে হা[illegible] পিস্তল তুলে। ধরা পড়ল অনিরুদ্ধ, হল পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ··· ওদিকে পুলিশ কমিশনারকে 'গুলী কর'তে গিয়ে আহত অবস্থায় যতীন এসে আশ্রয় নিলো বৌবাজারের চীনে পাড়ার একটা বাড়িতে।

সারা পৃথিবী জুড়ে এলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। শিবপ্রসাদ এলেন কোলকাতায় লোহার কারখানার পরিকল্পনা নিয়ে। ওদিকে সমস্ত গ্রাম চলে গ্যাছে মিলিটারী রিকুইজেসনে। দলবেঁধে চলেছে বাস্তুহারা। ঘর ছাড়বে না হৈমবতী। অত্যাচার করল, নির্য্যাতন করল, সমস্ত ভেঙে চুরে তছনছ করে দিলো মিলিটারী। শালগ্রাম শিলাকে বুকে আঁকড়ে বেরিয়ে গেলেন জয়প্রকাশ, লাঞ্ছিতা হৈমবতী উন্মাদিনী। একহাতে শঙ্খ ও অন্যহাতে নিশান নিয়ে এগিয়ে চললেন তিনি বাস্তুহারাদের নিয়ে। বললেন, 'অন্যায় সহ্য করে আসছি দুশো বছর ধরে, তাই বলে অপরাধতো সইবো না। চলো আমার সঙ্গে, ভাঙবো ওদের আইন, ভাঙবো শাসন, ভাঙবো জেলখানা।" অফিসারের পিস্তল থেকে বেরুল গুলীর পর গুলী······রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল হৈমবতীর······সঙ্গে সঙ্গে আরো বহু শিশু, নারী ও পুরুষের।

মুক্তি পেয়ে ফিরে এলো অনি। ক্ষ্যাপামামার নেতৃত্বে কোলকাতায় চলেছে পুরোদমে দেশের কাজ····· শ্রমিক কিষান, ছাত্র ও মজুরদের নিয়ে অনি এসে যোগ দিল।

এলো ১৯৪২। হিমালয় হ'তে কন্যা কুমারীকা পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ল মহাত্মা গান্ধীর উদাত্ত নির্ঘোষ—'ভারত ছাড়'—শোনিত বিক্ষুব্ধ হাজার হাজার তরুণের কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল—'করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা'—অন্যদিকে নেতাজীর আহ্বান 'রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা অঙ্গীকার করছি।' সেন্টারের মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে চলেছে গোপন প্রস্তুতি। মিলিটারী ও সমর সম্ভারে পূর্ণ ট্রেন উল্টে গেল অনিরুদ্ধর নেতৃত্বে; ক্ষ্যাপামামা বন্দী হ'লেন—ফ্যাকটরী গেটে লাঠি চার্জ হয়ে কয়েকজন কর্ম্মী হ'ল আহত···পলাতক অনিরুদ্ধ—

সরকার হ'তে
পাঁচ হাজার টাকা
পুরস্কার ঘোষণা
করল তাকে
ধরবার জন্য।
পালিয়ে বেড়াচ্ছে
অনি··· পুলিশের
তাড়া খেয়ে যখন
অজ্ঞাতে এসে
ঢোকে বনানীরই

ঘরে ··· বা ই রে
পুলিশের হুইশীল
বেজে ওঠে ·····
জাগ্রত ভারত-
বর্ষের মুক্তির
প্রতীক যারা,
তাদের
আত্মবলিদান
কি ব্যর্থ হ'ল?

• • •

PRONABESH MAITI
27 ... bur ... Ghosh ...oad
Calcutta ...40

গান

(১)

আজি গৌরব দিন অবসানে ভারত কেন হতমান
তারে নব জীবনের আহ্বানে জাগ্রত কর ভগবান।
ওই সূর্য্য প্রণাম করে যাত্রী
দূর করো দুর্য্যোগ রাত্রি
কল্যাণ ব্রতে দাও দীক্ষা, প্রতীক্ষা কর অবসান।
কত শত শহীদের রক্তে আসে চির রঞ্জিত মুক্তি,
ভাঙে বুঝি অহিংসা মন্ত্রে দুশো বছরের মহা সুপ্তি।
ওই পুণ্য মিলন ভয় শূন্য
কভু যেন নাহি হয় ক্ষুণ্ণ
শঙ্কিত কম্পিত প্রাণে ঝঙ্কৃত হোক জয়গান।

(২)

ওই চিতচোর কৃষ্ণ কিশোর বংশী বাজায় রে
ওসে বৃন্দাবনে বনে বনে মন নিয়ে যায় রে।
আজো মন যমুনা কুল কুলিয়ে বয়।
সেযে সব ভুলিয়ে কৃষ্ণ কথা কয়
হায় কাঁদে পরাণ, আন ডেকে আন,
রাখাল রাজা রে।
জানি নীলমনি চোর চুড়ামণি চুরিই খেলা তার
করে ননী চুরি, বসন চুরি, মন চুরি বার বার।
প্রেমে পরাণ রাধা উন্মাদিনী আজ
দেখে কাজ ভুলে যায় যায় ভুলে যায় লাজ,
সে যে সঙ্গোপনে, কুঞ্জবনে বাসর সাজায় রে
সাজায় ঝুলন সাজায় রে॥

(৩)

কাঁদে প্রাণ প্রাণে শুধু জাগে বেদনা।
মন বলে, আঁখি ওগো তুমি কেঁদনা।
বারে বারে ঘর ভাঙে ঝড় তুফানে
বালু চরে ঘর বেঁধনা।
যার গলে জয়মালা দিলো ধরনী
তার তরে মালা গেঁথনা।
অতীতের পানে কেন ফিরে ফিরে চাও
তোমারে গ্যাছে সে ভুলে
অভিমান ওঠে কি জ্বলে।

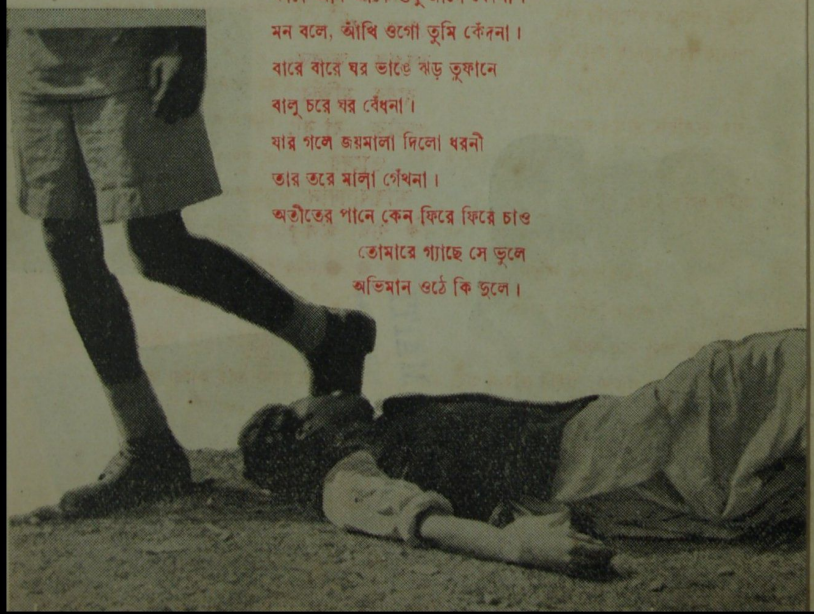

চামেলী চাঁদের লাগি চিরদিন কাঁদে
চাঁদ ধরা ফাঁদ পেতনা
গুমরি গুমরি ওঠে একী ব্যথা গো
স্মরণের বীনাটি বাজে
চরণের লেখা বুঝি যায় মুছে যায়
ফিরে এসো বলে সেধনা।

(৪)

হায় ভগবান, হায় বিধি, একী তব ছলনা।
এজীবনের আশা বাঁধে বাসা বালুচরে সাগর তীরে।
হেথা মহামানবে দিবা নিশি হায়
সফল সাধনা খুঁজিয়া বেড়ায়।
আঘাতে হেলায়, নিজেরে বিলায় ধুলিতলে ধরনীরে
অকরুণ পৃথিবীর এই যে মায়া কেহত
বোঝেনা জানি,
আশা নিরাশায় তবু তারা গায় মরণ জয়ের বাণী,
হায়রে নিঠুর নিয়তি পাষাণ
মানুষ ভেঙেছে মানুষেরি দান,
সোনার স্বরগ গড়িছে তারা, ধুলিতলে ধরনীরে।

(৫)

প্রেম এসেছিল জীবনে আমার
তুমি এসেছিলে তাই
মাটির মুরতি ভেঙে বুঝি
নাই প্রেম নাই, প্রিয় নাই
আমার ভুবন ভরিয়া
ফাগুন গিয়াছে ঝরিয়া
আগুনের শিখা বুকে জ্বলে
আজো, পাইনি জীবনে যাহা চাই।
জানি তুমি আজ ভুলেছ আমার, আঁখিজল অভিমান
বন্ধুবিহীন, বন্ধুর পথে একা তব অভিমান।
ক্ষণেক স্বপনে মম
জানি আসিবেনা প্রিয়তম;
দীপশিখা হয়ে আরতি যে করে,
যে ব্যথা নীরবে সয়ে যায়।

(৬)

টুংটাং টুংটাং পিয়ানোর ছন্দে
হৃদয় মুখর হ'ল অধীর আনন্দে;
আমরা যে টলমল, অকারণে চঞ্চল
আলোক ঝলক লাগা ছলছল নদীজল,
ছুটে যাই টুটে যাই শত বাধা বন্ধে।
ঘড়ি করে টিকটিক হায়রে
কলেজের বেলা যায় যায়রে,
দিস ভাই প্রক্সি, চল যাই রক্সীর ড্যান্সে,
মন নেই পড়াতে, জানি তাই বরাতে
পাশ করা নেই এক চান্সে;
বই হাতে রই মিছে ভোর হতে সন্ধ্যে।
ওই বুঝি টেলিফোন বাজলো—
হ্যালো হলো কাকে চায় মিষ্টার,
ডলি বুঝি আপনার সিষ্টার?
সিষ্টার নয় তবু সিষ্টার সাজলো।
আমাদের দাদা কেউ নাইরে—
তুমি আমি দুজনায় পিংপং খেলি আর
কি হ'বে বেড়াতে গিয়ে বাইরে?
আমরা রবনা ভাই কারো ভাল মন্দে॥

১২,০০০.

গরবিনী

ভূমিকায়
দীপ্তি, সুপ্রভা, কেতকী,
রেণুকা, ছবি, জহর, হুয়া,
বিকাশ প্রভৃতি
সুরঃ সুধীরলাল

ভ্যানগার্ড প্রোডাকসন্সের ছবি
পরিচালনা: নীরেন লাহিড়ী

করুণাময়ী পিকচার্সের

মেঘমুক্তি

পরিচালক
চিত্ত বসু

ভূমিকায়: সন্ধ্যারাণী·রেণুকা
অসিতবরণ·জহর·বিকাশ
শ্যামলাহা·মনোরঞ্জন·তুলসী
রাণীবালা·মনোরমা প্রভৃতি

কাহিনী: গিরিজা সাধু
সুর: উমাপতি শীল

যুগদেবতা

কালিদাস প্রোডাকসন্সের
সশ্রদ্ধ নিবেদন
:কাহিনী:
তারক মুখার্জ্জী
:সুর:
রামচন্দ্র পাল
ভূমিকায়
চন্দ্রাবতী · গুরুদাস
জ্যোতির্ম্ময়কুমার·নীতিশ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
জীবনী অবলম্বনে
রূপকচিত্র

PRONABESH MAITI
... Ghosh Road
Calcutta - 700040

প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে বি.এস-সি কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ আনা।